দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৭ কঃ ৫

পড়াশুনার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য রোববার রাতে জিয়া শিশু-কিশোর সংগঠনের সদস্যদের পরিবেশিত একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। খবর বাসস'র।

প্রধানমন্ত্রীর সুগন্ধা কার্যালয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সাদা ও সবুজ পোশাক পরিহিত কিশোর-কিশোরীরা তাদের দেশাত্মবোধক গান ও নাচ পরিবেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশী সাংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

প্রধানমন্ত্রী সংগঠনের ও ক্ষুদে সদস্যদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় মাথা নেড়ে ও করতালির মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করেন।

(৮-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

পড়াশুনার পাশাপাশি:

এর আগে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে শিশু-কিশোরদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চা চালিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেন।

তিনি স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েদের দেশের সুযোগ বঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের কথা ভাবতে বলেন যারা শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সামান্যই সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। বেগম খালেদা জিয়া বলেন, যারা বিভিন্ন বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে সমাজে যথার্থ পুরুষ ও মহিলা হিসাবে গড়ে উঠতে তারা বিচিত্র জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন।

শিক্ষার উপর তাঁর সরকারের গুরুত্বারোপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ছেলেমেয়েদের সকল বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী জিয়া শিশু-কিশোর সংগঠনের সদস্যদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করেন এবং ভবিষ্যতে তারা আরো ভাল করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শিশুদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা এবং তাদের সৃষ্ট মেধার বিকাশ ঘটানোর স্বপ্ন দেখতেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শহীদ জিয়া শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং নিজের দেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশ সম্পর্কে জানার জন্য তিনি বিদেশে শিশু সাংস্কৃতিক দল পাঠাতেন। তিনি ছেলে-মেয়েদের আগে নিজের দেশকে জানার উপদেশ দেন।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জাহানারা বেগম, জিয়া শিশু-কিশোর সংগঠনের উপদেষ্টা ডঃ শাহিদা রফিক, সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম সেলিম এবং আকতারুজ্জামান, সাইফুল হক ও এমএম সাইফুল আলমসহ সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তা এ উপলক্ষে বক্তৃতা করেন।

তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং খাদ্যমন্ত্রী মীর শওকত আলীও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।